যাওয়ার সময় জানিয়ে যান কোনও খবর নেই।

## বেলুড়ে বাংলাদেশি তরুণী উধাও, রহস্য

# কমিশনের সুপারিশে এবার সমান্তরাল তদন্তে সিআইডি

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বছর দুয়েক আগে উত্তর হাওড়ার টি এল জয়সওয়াল হাসপাতাল থেকে এক অন্তঃসত্ত্বা বাংলাদেশি তরুণীর উধাও-রহস্য ফের নতুন করে জটিল হতে শুরু করেছে। এই রহস্যের কিনারায় সিআইডি তদন্তের সুপারিশ করেছেন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়। সেই সুপারিশ মেনে সমান্তরাল তদন্ত শুরু করল সিআইডি। তদন্তে নেমেই সিআইডির গোয়েন্দাদের একটি দল লিলুয়া হোম এবং টি এল জয়সওয়াল হাসপাতালে হানা দিয়ে কর্মীদের জেরা শুরু করে। ইতিমধ্যেই হোম ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ডেকে শুনানির কাজ চালায় মানবাধিকার কমিশন। এই শুনানিতে লিলুয়া হোম ও টি এল জয়সওয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বয়ানে নানা অসঙ্গতি পেয়েছে কমিশন। তাতেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কমিশন কর্তারা। আগামী ১১ এপ্রিল হোমের সুপার এবং উদ্ধার হওয়া তরুণী লক্ষ্মী ভট্টাচার্যকে ফের শুনানির জন্য কমিশনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় জানান, "প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে যে উদ্ধার হওয়া নিখোঁজ বাংলাদেশি তরুণী লাইজু আখতারকে পাচার করে দিয়েছে আন্তঃরাজ্য নারী পাচার চক্রের পান্ডারা।"

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে সীমান্ত এলাকায় পাঁচজন বাংলাদেশি মহিলা ও তিনজন পুরুষকে আটক করে বসিরহাট থানার পুলিশ। তদন্তে দেখা যায়, ওই তিন যুবক এ রাজ্যে পাচারের জন্য পাঁচজন বাংলাদেশি তরুণীকে ফুঁসলে নিয়ে এসেছিল। এই তথ্য জানার পর তিন যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাঁচজন তরুণীকে বসিরহাট আদালতের নির্দেশে পাঠানো হয় লিলুয়া হোমে। উদ্ধার হওয়া তরুণীদের মধ্যে ছিল লাইজু আখতারও। এর কয়েকদিন পর চিকিৎসার জন্য লাইজুকে জয়সওয়াল হাসপাতালে ভর্তি করে লিলুয়া হোম। নিয়ম অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া কোনও তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলে পুলিশি প্রহরা রাখতে হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ চিকিৎসার জন্য লাইজুকে হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে বেলুড় থানায় কোনও খবরই দেয়নি লিলুয়া হোম কর্তৃপক্ষ। এর ফলে রহস্য আরও জটিল হয়েছে। তার উপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ হাসপাতালের ভেতর থেকে একজন রোগিণী উধাও হয়ে যাওয়ার পরেও কোনওরকম বিভাগীয় তদন্ত করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার নানা অসঙ্গতি দেখে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। কমিশনে ডেকে পাঠানো হয় বেলুড় থানার তৎকালীন ওসিকে। শুনানিতে কমিশন কর্তাদের কাছে ওসি জানান, হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে আমাদের কোনও খবরই দেয়নি হোম কর্তৃপক্ষ। খবর পেলে আমরা অবশ্যই বাংলাদেশি তরুণীর নিরাপত্তায় পুলিশি পাহারা দিতাম। এর পর কমিশনে ডেকে পাঠানো হয় লিলুয়া হোম কর্তৃপক্ষকে। কমিশন কর্তাদের সওয়ালের চাপের মুখে হোম কর্তৃপক্ষ প্রথমে জানায়, লাইজুর নিরাপত্তা চেয়ে আমরা বেলুড় থানাকে চিঠি দিয়েছিলাম। তাতে হোম কর্তৃপক্ষকে আরও চেপে ধরে চিঠির কপি চেয়ে পাঠায় কমিশন। এই চাপের মুখে চিঠি দেখাতে না পেরে কর্তৃপক্ষ জানায়, চিঠি নয়, আমরা টেলিফোনে বেলুড় থানাকে সবটাই জানিয়েছিলাম। তাই যদি হয় সেটাও বেআইনি। কারণ সরকারিভাবে কোনও উদ্ধার আশ্রম থেকে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলে পুলিশকে লিখিত নোটিস দিয়ে জানাতে হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি।

কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় এবং সিআইডির ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ জানান, প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট যে, লাইজু উধাও রহস্যে হোম ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভূমিকাতেও রয়েছে অনেক রহস্য। সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।